সমকাল

তারিখ 02 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬

অবসর ভাতা পেতে শিক্ষকদের ভোগান্তি

■ সাব্বির নেওয়াজ

প্রায় অর্ধলক্ষ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারী অবসরভাতা নামক সোনার হরিণের পেছনে ছুটছেন। অবসরভাতার জন্য ২৫ হাজার আর কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ পেতে ১৮ হাজার ৫০০ শিক্ষক-কর্মচারী দুফতরে দফতরে ঘুরছেন। প্রায় তিন দশকের বেশি সময় টানা শিক্ষকতা করার পর বয়স ৬০ হওয়ায় চাকরি থেকে অবসরে গিয়ে নিয়মমাফিক অবসর সুবিধার অর্থ পেতে আবেদন করেছিলেন এই ৪৩ হাজার ৫০০ জন। এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে তিন বছর। সারাদেশ থেকে এসে রাজধানীর পলাশীর ব্যানবেইস ভবনের নিচতলায় ঘুরতে ঘুরতে জুতার তলা ক্ষয় করে ফেললেও কাঙ্ক্ষিত অবসরভাতা মিলছে না। দেশের ৬৪টি জেলা থেকে প্রতিদিন বহু শিক্ষক অবসরে যাচ্ছেন, আর এ বোর্ডে জমা পড়ছে নিত্যনতুন আবেদন। জীবনসায়াহ্নে এসে ভাতা না পেয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন বহু শিক্ষক। সারাজীবন তারা সমাজে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। এসব আলোর পথযাত্রীর কেউ কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে একরকম বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। জীবন থেকে চিরবিদায় নিয়ে তারা অবসরভাতার 'চরম অব্যবস্থাপনাকে' ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। যারা বেঁচে আছেন, তাদের অনেকের প্রতি মাসে ঢাকায় এসে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

অবসরভাতা পেতে শিক্ষকদের ভোগান্তি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

তদবির করার সামর্থ্য নেই। তাদের বোবাকান্নায় ভারি হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস।

সরেজমিন 'বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডে' গিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে মর্মস্পর্শী নানা ঘটনা। বেসরকারি শিক্ষকরা তাদের চাকরি শেষে কোনো পেনশনভাতা পান না। তাদের জন্য ২০০৩ সালে অবসর সুবিধা বোর্ড গঠন করা হয়। নিয়ম করা হয়, এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন থেকে প্রতি মাসে অবসরভাতা বাবদ ৪ শতাংশ অর্থ কেটে রাখা হবে। পুরো চাকরি জীবনের সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে সমপরিমাণ অর্থ সরকার থেকে দিয়ে চাকরি শেষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীকে অবসর সুবিধা পরিশোধ করা হবে। ২০০৫ সালে অবসর সুবিধা বোর্ড আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে কোনো শিক্ষক-কর্মচারীই আবেদন করার তিন থেকে সাড়ে তিন বছরের আগে ভাতা পাচ্ছেন না।

'কেন এই ভোগান্তি'- এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, দুটি কারণে অবসরভাতা পেতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। অবসর সুবিধা বোর্ডের দুর্নীতি ও অর্থ সংকটই এর কারণ। অবসর বোর্ডে বর্তমানে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের চার কর্মকর্তাসহ মোট ২৪ জন জনবল রয়েছে। তাদের দুর্ব্যবহার ও দুর্নীতির কারণে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রায়ই অপদস্থ ও নিগৃহীত হতে হয়। শিক্ষকদের অভিযোগ, ঘুষ না দিলে কাজ হয় না। ঘুষ আদায় করতে দুর্নীতিপরায়ণ কোনো কোনো কর্মচারী শিক্ষকদের আবেদনের নথি থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলেন। পুনরায় সেসব কাগজ আনার তাগিদ দেন। বোর্ড অফিসে শিক্ষকদের সঙ্গে কর্মচারীদের অসদাচরণের প্রমাণও মিলেছে। বোর্ডের নির্বাহী প্রধান ও সদস্য সচিব অধ্যাপক আসাদুল হক অবশ্য সমকালের কাছ দাবি করেন, শিক্ষকদের হয়রানি আগে করা হতো। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর এখন করা হয় না।

দুর্ভোগের চিত্র : পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার খাদিমুল উলুম কামিল মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত সহকারী মৌলভী ফরহাদ হোসেন ২০১০ সালে অবসরে যান। তিনি অবসরভাতা পেতে আবেদন করেন ২০১১ সালের শুরুতে। দীর্ঘদিন ঢাকায় এসে দেনদরবার করেও তিনি ভাতা ছাড় করাতে পারেননি। তার ছেলে আদনান হোসেনের সঙ্গে এ প্রতিবেদকের কথা হয় বোর্ড প্রাঙ্গণে। আদনান জানান, তার বাবা ২০১২ সালের শুরুতে জটিল কিডনি রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসা করানোর জন্য দ্রুত অবসরের অর্থ পেতে তিনি বাবার টাকা তুলতে কয়েকবার বোর্ডে ধরনা দেন। কোনো কাজ হয়নি। রোগে ভুগে গত বছর তারা বাবা মারা যান। এর পর থেকে তিনি টাকা এলেই বাবার অবসরের টাকা পেতে চেষ্টা করেন। এখনও টাকা পাননি। অবসর বোর্ডের সদস্য সচিব আসাদুল হক বলেন, গুরুতর অসুস্থ ও হজযাত্রীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে। হয়তো ওই শিক্ষক যথাযথভাবে আবেদন করেননি। বোর্ডের নজরে অসুস্থতার বিষয়টি আনলে জরুরিভিত্তিতে চেক দেওয়া হতো।

সময়মতো টাকা না পেয়ে অমানবিক জীবনযাপন করছেন এমন ঘটনা অনেক। নীলফামারীর ডোমার থেকে আসা কলেজ শিক্ষক ফরিদুল ইসলাম বলেন, অবসর বোর্ডে অর্থের অভাব থাকায় সবাই সময়মতো টাকা পাচ্ছেন না। যারা ঘুষ দিতে পারছেন, তাদের কাজই আগে হচ্ছে।

সুপারিশের ছড়াছড়ি : বোর্ডে আসা শিক্ষকদের কাছে দেখা গেছে, সাধারণ উপায়ে কাজ না হওয়ায় এবং বছরের পর বছর আবেদন ঝুলে থাকায় অনেকে মন্ত্রী-এমপিদের সুপারিশ নিয়েও ছুটে আসছেন। এর পরও কাজ হচ্ছে না। ঝালকাঠির সারেংগল নেছারিয়া হোসাইনিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহকারী আবদুর রশীদ (ক্রমিক নং-৯৮০৭) তার আবেদনপত্রে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সুপারিশ নিয়ে এসেছেন। ভোলার চরফ্যাশন পূর্ব ওমরাবাদ নূতফুরেছা মহিলা আলিম মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মো. মোশাররফ হোসেনের আবেদনে সুপারিশ করেছেন পানিসম্পদ উপমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল ইসলাম জাকুব। নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার সোনাদিয়া এ বারী দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক (সুপার) মো. মহিউদ্দিন মারা যাওয়ায় তার পক্ষে স্ত্রী রাহেনা আক্তার ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল আবেদন করেন। তাকে অবসরভাতা দেওয়ার জন্য জোর সুপারিশ করেছেন যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার পাইকুড়া ঘুষীয়ে ইসলাম দাখিল মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত সহকারী ফিরোজ আলম ভাতা পেতে আবেদন করেন গত বছরের ১৮ আগস্ট। তাকে ভাতা দিতে সুপারিশ করেন নবম সংসদের এমপি মঞ্জুর কাদের কোরাইশী।

তীব্র অর্থ সংকট : অবসর সুবিধা বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, অর্থ সংকটের কারণেই শিক্ষকরা সময়মতো অবসরের টাকা পাচ্ছেন না। বোর্ড চালুর পর সরকার একবারই মাত্র ৫০০ কোটি টাকা এ খাতে দিয়েছিল। তারপর গত আট বছর আর কোনো টাকা দেয়নি। বোর্ডের হিসাবে, প্রতি মাসে গড়ে সারাদেশের এক হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী অবসরে যান। এই এক হাজারই বোর্ডে অবসরভাতা পেতে আবেদন করেন। প্রতি মাসে এক হাজার আবেদন নিষ্পত্তি করতে বোর্ডের প্রয়োজন ৬০ কোটি টাকা। শিক্ষকদের দেওয়া চাঁদা আর ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ থেকে বোর্ডের প্রতি মাসে আয় হয় ৪০ কোটি টাকা। সে হিসেবে প্রতি মাসে ২০ কোটি টাকা ঘাটতি থাকছে। বছরে ঘাটতি হচ্ছে ২৪০ কোটি টাকা। এ কারণে শিক্ষকরা আবেদন করে বছরের পর বছর ঘুরছেন, টাকা পাচ্ছেন না। জানা গেছে, এ মুহূর্তে সারাদেশের ২৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী অবসরভাতার আবেদন করে অপেক্ষা করছেন।

বোর্ডের সদস্য সচিব আসাদুল হক বলেন, সরকার থেকে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পেলে তারা ২৫ হাজার শিক্ষকের আবেদন নিষ্পত্তি করতে পারবেন। অর্থ পেলে প্রতি মাসের আবেদন প্রতি মাসেই নিষ্পত্তি করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন বেসরকারি এই শিক্ষক নেতা।

জানা গেছে, বর্তমানে সারাদেশের সাড়ে ৫ লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন থেকে ৪ শতাংশ হারে প্রতি মাসে ১৮ কোটি টাকা আয় হয় অবসর বোর্ডের। আর্থিক ঘাটতি মেটাতে সম্প্রতি বোর্ড সদস্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এএস মাহমুদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটি শিক্ষকদের বেতন থেকে ৮ শতাংশ হারে অর্থ কেটে রাখা অথবা দুই কোটি মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর স্কুলে ভর্তির সময় এ খাতে বাবদ ৫০ টাকা করে আদায় করার প্রস্তাব করেছে। এ ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

কল্যাণ ট্রাস্ট : অবসর সুবিধা বোর্ডের মতোই অর্থ সংকটে আছে 'বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট'। এ ট্রাস্টের অর্থ পেতে এ মুহূর্তে আবেদনকারী শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ১৮ হাজার ৫০০। তাদের আবেদন নিষ্পত্তি করতে হলে প্রয়োজন ৩৬০ কোটি টাকা। আর বোর্ডের হাতে আছে মাত্র ১২০ কোটি টাকা। কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু সমকালকে বলেন, অতিরিক্ত ২৪০ কোটি টাকা পেলে সব শিক্ষকের আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব। তিনি জানান, ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। শিক্ষকদের কিছুটা ভোগান্তি হচ্ছে স্বীকার করে এই শিক্ষক নেতা বলেন, জনবল কম হওয়ার কারণেও দূর-দূরান্ত থেকে আসা সব শিক্ষকের দিকে সমান মনোযোগ দেওয়া যায় না।

বোর্ড চেয়ারম্যানের বক্তব্য : কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ড- এ দুটি প্রতিষ্ঠানেরই চেয়ারম্যান শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। সমকালকে তিনি বলেন, শিক্ষক-কর্মচারীদের ভোগান্তি কমিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অর্থের চেক তাদের কাছে পৌঁছাতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। অর্থ সংকটের কারণে এ কাজে বিঘ্ন ঘটছে।

অর্থ সংকট কাটাতে কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বোর্ড ও ট্রাস্টের আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আইনে সংশোধন এনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু অর্থ উত্তোলনের চিন্তা করা হচ্ছে। এর বাইরে রেজিস্ট্রেশনের সময় শিক্ষকদের কাছ থেকে কিছু অর্থ নেওয়া ও সরকার থেকে কিছু অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।